আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিস’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ৩ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে পৌর এলাকার ৩নং ওয়াডের কলেজ পড়ায় এ নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

এ সময় তিনি বলেন জননেন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন, আমার নেতা জননেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি আমাকে মনোনয়ন পেতে সহায়তা করেছেন, উনার সহায়তায় আমি নৌকা প্রতীক পেয়েছি। আপনারা মনে রাখবেন, নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক।

আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারীর পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌর সভার উন্নয়নে সাহায়তা করেন। সম্প্রতি এমপি ছেলুন ৩৩টি রাস্তার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন, বৈশ্বিক মহামারির কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি, তারপরও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে। আগামীতে একটা নতুন মেগা প্রকল্প আমরা পেয়েছি। সেটা হলে আলমডাঙ্গা মডেল পৌরসভা হিসেবে আখ্যা পাবে। মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হয়, আমরও হতে পারে, আমি আপনাদের কাছে মনের অজান্তে যদি কোন ভুল করি তবে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

গতকাল রাত সকড়ে ৯ টার দিকে কলেজ পাড়ায় নিরাবাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা বাবু রবি কর্মকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা আওয়ামী লীগের, সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

সাবেক ছাত্রলীগের নেতা মনিরুজ্জামানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, বিশ্বজিৎ শাধু খা, পলাশ আচার্য, হাসেম আলী, জয়দেব শাধুখা, বিষ্ণু অধিকারি, রনি, শুভ বিশ্বাস, সোহাগ, মিলন, সঞ্জিত, মদন সাহা, মনি ঠাতুর, দিলু, ফারুক প্রমুখ।

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে আলমডাঙ্গা ১ নং ওয়ার্ডের মাঠপাড়া ঢালের নৌকার অফিস, উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, অফিস উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নৌকার প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি হকমিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, ১নং ওয়ার্ডের সভাপতি সোনা উল্লা, সম্পাদক কামাল হোসেন, মিঠু মিযা, শমসের আলী, সাইফুল ইসলাম, আনোয়র হোসেন, লাভলু মিয়া প্রমুখ। সভা শেষে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন েকেরন।

ঝিনাইদহে তাজী এগ্রো ইন্ড্রাট্রিজ লিমিটেডে আগুন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার অচিন্তনগর গ্রামে চারকোল(পিন্টারের কালি) তৈরির একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনায় ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় মহাব্বত আলী নামের একজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী আহত হন।

ঝিনাইদহ, মাগুরা ও শৈলকুপার ফায়ার সার্ভিসের ৩ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের ডিএডি সামিমুল ইসলাম জানান, দুপুরে অচিন্তনগর গ্রামে তাজী এগ্রো ইন্ড্রাট্রিজ লিমিটেড নামের ওই কারখানায় হঠাৎ করেই আগুন ধরে যায়। মূহুর্তের মধ্যে তার পাশের গোডাউনে ধরে যায়। খবর পেয়ে ঝিনাইদহ, শৈলকুপা ও মাগুরা ফায়ার

সার্ভিসের ৩ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী আহত হয়েছে। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আগুনের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শতশত নারী পুরুষ অচিন্তনগর গ্রামে ভিড় জমায়। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ডিএডি সামিমুল ইসলাম।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মিকাইল হোসেন জানান, তাজী এগ্রো ইন্ড্রাট্রিজ লিমিটেড এর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা হবে।

আলমডাঙ্গা ও মিরপুর পোল্ট্রি খামারি এ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গা ও মিরপুর পোল্ট্রি খামারি এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা ১২ টার দিকে বধ্যভূমিতে সমবেত হয়ে পশুহাট সংলগ্ন ব্রিজের পাশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা-মিরপুর পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের আহবায়ক মোঃ রেজাউল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, খোলা বাজারে বাচ্চা বিক্রয় বন্ধ, পোল্ট্রি খাবার ও মুরগীর বাজার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের প্রণোদনা পাওয়ার দাবীতে আমরা এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছি।

আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, ডিলারগণ পরিবেশকের তকমা লাগিয়ে খোলা বাজারে বাচ্চা বিক্রয় করে প্রকৃত খামারিদের ক্ষতিগ্রস্থ করছে। খাবার খুচরা মূল্যে বিক্রয় করে খামারিদের সাথে অসৌজন্য মূলক আচরণ করছে। করোনাকালীন খামারিগণ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, আমাদের সরকারি প্রণোদনা ও ৪% সুদে ঋণ সুবিধা দিলে আমরা প্রায় ২

শত পোল্ট্রি খামারি বাঁচতে পারি। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল আজম, যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস।

মাহাতাব মাস্টারের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মাহাতাব উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, রাজু আহম্মদ, তানজুর আলী, আশিক আলী, রাহাত আলী, আব্দুল আলীম, কুরবান আলী, শাহিন আলম, আব্দুল হামিদ মৃধা, হেলাল, মজিবুল হক, সেন্টু মিয়া, আমির হামজা, সাইফুল, মোস্তাফিজুর, ইসরাইল, কালাম, মানিক মাস্টার, আব্দুল মান্নান, রনি আহম্মদ, আব্দুল্লাহ, মিনারুল, আলমগীরসহ দুই শতাধিক পোল্ট্রি খামারি।

কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে ২ মেয়র প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে ২ মেয়র প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গত শনিবার (৩০ জানুয়ারী) কোটচাঁদপুর পৌরসভা নির্বাচনে আ. লীগের বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) প্রার্থী (মোবাইল প্রতীক) সহিদুজ্জামান সেলিম ৮ হাজার ৩’শ ৪২ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনিত প্রার্থী সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল (ধানের শীষ প্রতীক) পেয়েছেন ৭ হাজার ১’শ ২৮ভোট।

অন্যদিকে আ. লীগের দলীয় মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মোঃ শাহাজান আলী পেয়েছেন ২ হাজার ৩৮ ভোট। অপরদিকে বর্তমান মেয়র স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম জিরে পেয়েছেন ২ হাজার ৮৯ ভোট।

নির্বাচন আইন অনুযায়ী জামানত ফিরে পেতে মোট প্রদত্ত ভোটের ৮ ভাগের এক ভাগ পেতে হয়। ৩০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচনে ৯ টি ওয়ার্ডে ২৭ হাজার ৪’শ ৯৩ জন ভোটারের মধ্যে ১৯ হাজার ৮’শ ৯৮ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এর মধ্যে বাতিল হয়েছে ৩০১ ভোট।

সেই হিসাবে ২ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সহিদুজ্জামান সেলিম এবং সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল উভয়ে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৪’শ ৭০ ভোট।

অপরদিকে আ. লীগের দলীয় মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মোঃ শাহাজান আলী এবং বর্তমান মেয়র স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম জিরে উভয়ে পেয়েছেন ৪ হাজার ’১শ ২৭ ভোট।

যা মোট প্রদত্ত ভোটের ৮ ভাগের কম। সেই হিসাবে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ৭২.৩৭ শতাংশ।

মেহেরপুরে টাকাই মেলে পাসপোর্ট!

এম এফ রুপক / পাভেল মাহমুদ
মেহেরপুর অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে টাকা ছাড়া সময় মত পাসপোর্ট মিলছে না। সরকারি নির্ধারিত টাকায় পাসপোর্ট করতে গেলে হয়রানি হতে হচ্ছে গ্রাহকদের। বিভিন্ন ধরণের ভুল আছে বলে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে পাসপোর্ট অফিসে নিয়োজিতরা এমন অভিযোগ করেছে বেশ কয়েকজন গ্রাহক।

আবার অতিরিক্ত টাকা দিলেই কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই হয়ে যাচ্ছে পাসপোর্ট। পাসপোর্ট অফিসের নিরাপত্তায় থাকা আনসার, পুলিশ সদস্য ও নিয়োজিত কর্মচারীরাই নিচ্ছে এই অতিরিক্ত টাকা এমন অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। মাসের পর মাস ধরে চলা কর্মচারীদের দুর্নীতি আর সিন্ডিকেটের আধিপত্য এখন যেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সৃষ্ট আইন ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তার মদদ এবং ইচ্ছাকৃত গ্রাহক হয়রানি যেন নিত্য দিনের কাজ।

এ ছাড়াও অভিযোগ রয়েছে নতুন করে কেউ পাসপোর্টের জন্য অফিসে গেলে সেখানকার আনসার, পুলিশসহ ভিতরের অনেকেই সেই গ্রাহককে নিজের আয়ত্বে নেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ হিসেবে জানা যায়, তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করে দেওয়া হবে অর্থের বিনিময়ে এমন প্রলোভন দেওয়া হয় গ্রাহকদের। টাকা না দিলে নির্ধারিত তারিখে তো দূরের কথা তার ২-৩

ভ্যাটসহ নির্ধারণ করা আছে ৩ হাজার ৪৫০ টাকা এবং ই-পাসপোর্টে সরকারি ফি ভ্যাটসহ নির্ধারণ করা আছে ৪ হাজার ২৫ টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-পরিচালক শাহিনুর রহমান জানান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপরূপ শোভায় আকৃষ্ট দর্শনার্থীরা

এম এফ রুপক
একদিকে সূর্যমুখী ফুলের বাগান আরেক দিকে সরিষার ক্ষেত। চারিদিকে হলুদে একাকার। মাঝ দিয়ে মেঠো পথ। এ যেন চোখ ধাঁধানো মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই দৃশ্যের সৌন্দর্য আরেকটু বাড়িয়েছে রাস্তার দুইদিকে নারকেল গাছের সারি। এমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেখা মিলবে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বিএডিসি ফার্মে।

এমন অপরুপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে প্রতিদিনই হাজারো দর্শনার্থী আসছে আমঝুপি ফার্মে। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে দিনের শুরু থেকেই। তবে পড়ন্ত বিকেলে এর আধিক্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে জেলার বাইরে থেকেও আসছেন অনেকেই। স্মৃতিতে গেথে রাখার জন্য সেলফিও তুলছে সবাই। এছাড়াও ছবির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিতে সেখানে রয়েছে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারও। কিশোর কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্করাও আসছেন মনোরম দৃশ্যে চোখ বুলাতে।

আমঝুপির মেয়ে তৌহিদা আব্দুল্লাহ ২৭ বছর আগে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। দীর্ঘ সময় পর দেশে এসে বেড়াতে এসেছেন আমঝুপি ফার্মে। সাথে ছিল ছেলে আব্দুল্লা ও মেয়ে আয়েশা। অস্পষ্ট বাংলা আর উর্দূ মিশিয়ে মেয়ে আয়েশা জানালেন, পাকিস্তানে এই ধরনের সূর্যমুখীর বাগান নেই। এটা খুবই সুন্দর দৃশ্য। আমার বেশ ভালো লাগছে।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুরের আব্দুর রাজ্জাক। পেশায় স্কুল শিক্ষক। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন আমঝুপি ফার্মে। অনুভূতি

প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন “ সত্যিই অসাধারণ”। সামাজিক যোগযাগ মাধ্যম ফেসবুকে আমঝুপি ফার্মের এই হলুদাবরণ দেখে নিজেরও ইচ্ছে হলো দেখার। তাই চলে এলাম পরিবার নিয়ে।

গাংনীর তন্নি, রাসেল, তুহিন, আবিরও এসেছেন ফার্মে। স্মৃতিতে ধরে রাখতে ছবি তুলেছেন কয়েক’শ। তারা জানালেন এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মেহেরপুরের আর কোথাও নেই। খুবই ভালো লাগছে। সকালে এসেছি, ভাবছি থাকবো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

মেহেরপুর শহরের লিটন সরকার ও সুমনা সরকার এসেছেন এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে। এই দৃশ্যের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আমি এর আগে এতো বড় সূর্যমুখীর বাগান দেখিনি। সেই সাথে পাশের সরিষার ক্ষেত সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে। নিজের এলাকায় এতো সুন্দর দৃশ্য না দেখে কি আর থাকা যায়। তাই চলে এলাম পরিবার নিয়ে।

এ বিষয়ে আমঝুপি বীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, প্রতি বছরই আমরা বীজ উৎপাদনের জন্য সূর্যমুখীর চাষ করে থাকি। এ বছরও ৬ বিঘা করা হয়েছে। প্রতিদিনই অনেক দর্শনার্থী আসছেন এই দৃশ্য দেখার জন্য। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। তবে গাছের যেন ক্ষতি না হয় সেজন্য দর্শনার্থীদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে।

রাজনগরে কম্বল বিতরণ

রাজনগর গ্রামে অনুকম্পা ফাউন্ডেশন গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে।

প্রধান নির্বাহী ও অনুকম্পা ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ওয়ালিদ আহমেদ শ্রাবণ, অনুকম্পা ফাউন্ডেশন এর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, স্বপন আহমেদ ও আকিব জাবেদ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া অনুকম্পা ফাউন্ডেশনের সভাপতি জানায় তারা বিভিন্ন গ্রামে কম্বল বিতরণ করে আসছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনায় গাঁজাসহ ১ জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১(এক) কেজি গাঁজাসহ মোঃ সিরাজুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানাধীন মদনা-হৈবতপুর এর শহীদ পাঁচ কবর স্মৃতিসৌধের সামনের তিন রাস্তার উপর হতে ০১ (এক) কেজি গাঁজাসহ আসামি মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৪৬) কে গ্রেফতার করা হয়।

আসামি সিরাজুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার ছোট বলদিয়া গ্রামের মোঃ গোলাম রহমানের ছেলে। পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পানি ও পান পড়া খেয়ে মা-মেয়ে অজ্ঞান

পীরের ছেলে পরিচয় দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ। পানি ও পান পরা খেয়ে মা- মেয়ে অজ্ঞান। ঘটনাটি আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ খুদিয়াখালি গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রতারক কুষ্টিয়া বটতৈল এলাকার আব্দুস সালাম ওরফে রনিকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, কুষ্টিয়া সদর থানার বটতৈল গ্রামের মৃত ইমারত আলির ছেলে আব্দুস সালাম ওরফে রনি (১৬)। সে দীর্ঘদিন কুষ্টিয়া টু মেহেরপুর রুটে লোকাল বাসে হেলপার হিসেবে কাজ করে।

করোনাকালীন গাড়ির চাকা থামতেই রনি শুরু করে নতুন চিন্তার গাড়ি। সে বাড়ি ছেড়ে মিরপুর থানাধীন কাতলামারী গ্রামে বসবাস শুরু করে। ওখান থেকে সে চিন্তা করে সহজ উপায়ে উপার্জনের।

এরই ধারাবাহিতায় গত কয়েক মাস ধরে রনি মীরপুর থানাধীন কাকিলাদহ

মাদ্রাসার সাহায্য নথি সংগ্রহ করে। ওই কাগজ দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসার নামে দান হিসেবে টাকা সংগ্রহ করে। ওই টাকা সে নিজের জিম্মায় রেখে দেয়। সুযোগ বুঝে প্রতারক রনি পীরের ছেলে পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় রনি ও কাতলামারী গ্রামের উজ্জলের ছেলে বোরহান
(১০) কে সাথে নিয়ে গতকাল রবিবার বেলা ১২ দিকে মুন্সিগঞ্জ এলাকার খুদিয়াখালি গ্রামের লোকমান হোসেনের বাড়িতে যায়। ওই বাড়িতে মা- মেয়ে ও প্রতিবেশীরা অবস্থা করছিলো। এ সুযোগে রনি সাহায্যের আড়ালে ফাঁদ পাতে।

লোকমান হোসেন বলেন, আমি বাড়িতে না থাকার সুযোগে সে মহিলাদের সাথে প্রতারণার ফাঁদ আটে। প্রথমে সে পীরের ছেলে দাবি করেন এবং সে আজমির শরিফ থেকে এসেছে বলে দাবি করে।

রনি প্রতারণার বাস্তবরূপ দিতে পানি পড়া দেয়, তার মধ্যে সেগারিন মিশিয়ে বলে আমার পড়া পানি মিষ্টি, ধুলোয় আতর মিশিয়ে দাবি করে, আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে ধুলো দিয়ে সুবাস বের হচ্ছে।

এ সুযোগে প্রথম ধাপে ১১ শত ১০ টাকা নেয়। পরে পান পড়া খেতে দিয়ে লোকমানের স্ত্রী বুলবুলি ও মেয়ে রুমানা খাতুনের নিকট ২ হাজার টাকা দাবি করে। প্রতিবেশীরা বিষয়টি সন্দেহ করলে লোকমানকে ফোন দেয়। সে মাঠ থেকে দ্রুত বাড়িতে ফিরে তাদের আটকে রাখে। বিষয়টি মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকে জানালে তাদের আটক করে থানা হেফাজতে রাখে।

রনির বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলার প্রস্তুতি চলছিলো। প্রতারকের পানি ও পান পড়া খেয়ে মা-মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এলাকাবাসী উদ্ধার করে চুযাডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।